বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস ২০২২ পালিত
সব রোগীকে সমান চোখে দেখতে ও সেবা দিবে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য
নিজ নিজ জন্মদিনে রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসার আহ্বান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস -২০২২ পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ জুন ২০২২ইং তারিখ) সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকের সামনে দিবসটি উপলক্ষে ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ একটি শোভাযাত্রা বের করে। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'ডোনেটিং ব্লাড ইজ অ্যান অ্যাক্ট অব সোলিডারিটি, জয়েন দ্য ইফোর্ট অ্যান্ড সেভ লাইভ' অর্থাৎ রক্তদান একটি সম্মিলিত প্রয়াস, এই প্রয়াসে সংযুক্ত হন, রক্তদান করুন ও জীবন বাঁচান।'

শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথির হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় রক্ত সঞ্চালন বিভাগ নিয়ে গর্ব করে। রক্ত সঞ্চালন বিভাগটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর নিজে উদ্বোধন করেন। রক্ত সঞ্চালন বিভাগটি ইতিহাসের অংশ। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য কাজ করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত যারা রয়েছেন তারা দিন রাত পরিশ্রম করে মানুষরে জীবন বাঁচিয়ে চলেছেন। জীবন বাঁচানোর একটি অংশ হল রক্তদান। বছরে তিন বার রক্ত দিলেও কোনো সমস্যা হয় না বরং রক্ত সঞ্চালন ভালো থাকে।

তিনি বলেন, মেয়েরা অনেকটা রক্তশূণ্য হলেও মারা যায় না। কারণ তারা মেনুস্ট্রাল সাইকেলের জন্য এ বিষয়ে এডাপ্ট হয়ে যায়। পুরুষ যদি বছরে তিন বার রক্ত দান করেন তারাও শারীরিকভাবে এডাপ্টেশন হয়ে যায়। রক্ত দিলে ক্ষতি হয় না বরং লাভ হয়। রক্তাদানে মানুষ সদকায় জারিয়া পায়।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, রক্ত দানে মানুষ সুস্থ থাকে। এতে তারা কর্মক্ষমতা থাকে। এতে মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকে। মানুষের আর্থিকভাবে ভাল করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মাসেতুর মত বড় বড় প্রকল্প চালু করেন। এই সেতু চালু হওয়ার পর দেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল হবে। তিনি বলেন, মানুষের জীবন বাঁচাতে যে মহান ব্যক্তি প্রথম রক্ত দিয়েছিলেন সেদিন হিসেবে প্রতিবছর ১৪ জুন সারা বিশ্বে রক্তদাতা দিবস হিসেবে পালন করেন।

পরে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা যেনো সব রোগী সমান চোখে দেখেন এবং সেভাবেই সেবা দেন। আমরা যেনো তা পালন করি। রক্ত দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আমরা নিজ নিজ জন্মদিনেও রক্ত দিতে পারি। ১৮ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে আমারা সবাই যেনো রক্ত দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাতে অবদান রাখি।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. আয়েশা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. আতিয়ার রহমান, সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন, কাউন্সিলর ও মিডিয়া সেলের সমন্বয়ক সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার-ই-মাহাবুব (প্রধান সমন্বয়ক) ও সুব্রত বিশ্বাস (সমন্বয়ক)।

নিউজ: প্রশান্ত কুমার মজুমদার (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও সুব্রত মন্ডল (মিডিয়া সহকারী), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।